'বিবেচনা ও অবিবেচনা' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ যৌবনের মধ্যে সক্রিয়তার জয়ধ্বনি করেছেন — আলোচনা করো।

রবীন্দ্রনাথ মূলত কথকাবাদী। সাহিত্যের প্রতিটি অঙ্গনেই তাঁর অবাধ বিচরণ হওয়ায় তাঁর শিল্পের প্রতিভা কোনো একটি নির্দিষ্ট বিভাগের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। তিনি কবি ও কথা শিল্পী — এই দ্বৈত সত্তার মেলবন্ধনে তিনি মৃত্যুঞ্জয়ী, কালোত্তীর্ণ। রবীন্দ্রনাথ আবেগপ্রবণ, রহস্যময়ী কবিমনের অধিকারী; যুক্তিবাদী, বিজ্ঞান মনস্ক, বস্তুতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী। এই দুর্লভ সমন্বয়ে বাঙালি বিশ্ব সভায় তিনি বরেণ্য, তিনি অনন্য। বলা হয় রবীন্দ্রনাথই বাংলা প্রবন্ধের ক্ষেত্রে চিন্তাসমৃদ্ধ বিষয়ের পাশাপাশি আত্মগত প্রবন্ধকে সংযোজিত করেছেন, যার নিদর্শন আমাদের আলোচ্য 'বিবেচনা ও অবিবেচনা' প্রবন্ধটি।

'বিবেচনা ও অবিবেচনা' প্রবন্ধটি 'কালান্তর' (১৯৩৭) নামক রাজনৈতিক সংকলন গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। মূলত প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৩২১ এর বৈশাখ সংখ্যা সবুজপত্র পত্রিকায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য সবুজপত্রের জন্য কবির কাছে আশীর্বাদী স্বরূপ যে দুটি রচনা পেয়েছিলেন, তার মধ্যে 'বিবেচনা ও অবিবেচনা' প্রবন্ধের পাশাপাশি ছিল 'সবুজের অভিযান' কবিতাটি। আলোচ্য প্রবন্ধটি আসলে 'সবুজের অভিযান' কবিতার কাব্যিক ভাষ্য।

'বিবেচনা ও অবিবেচনা' প্রবন্ধটি লেখার কিছু আগে রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘ সময় ধরে পাশ্চাত্য দেশ ভ্রমণ করেছিলেন। এই ভ্রমণের ফলে পাশ্চাত্য জীবনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ হয়। যা রবীন্দ্রনাথের কবিমানসে নতুনত্বের জোয়ার উপস্থিত করে। এই জোয়ার নবতর যৌবন প্রেমের জোয়ার, নবীনবরণের ও যৌবনের জয়গানের তীব্র আকাঙ্ক্ষার জোয়ার। এই জোয়ারের সঞ্চারণ রবীন্দ্রনাথকে পাশ্চাত্য জীবনধারার অদ্ভুত বিচিত্র সক্রিয়তায় উদ্বুদ্ধ করেছিল এবং সেই সঙ্গে সেই সক্রিয়তাকে গ্রহণ ও ধারণ করার জন্য নবীন বরণে তথা যৌবনের আবাহনে রবীন্দ্রনাথকে অনুপ্রাণিত করেছিল। একদিকে পাশ্চাত্য জীবনের অপরিসীম কর্মোদ্যম, তাদের অনলস উন্মাদনা, অপরদিকে ভারতীয়দের নিস্তেজ, কর্মহীন, উদ্যমহীন, রক্ষণশীল সংস্কারবদ্ধ সঙ্কীর্ণ জীবন রবীন্দ্রনাথের মনে অনুপ্রেরণা ও ক্ষোভ দুটিকেই সঞ্চারিত করেছিল। আর এই বোধ থেকেই উৎসারিত হয় 'বিবেচনা ও অবিবেচনা'

Scanned with CamScanner

প্রবন্ধটি। প্রবন্ধটি যেন নবীন চেতনায় জীবন জাগরণের জয়গাথা,

'বিবেচনা ও অবিবেচনা' প্রবন্ধটিকে বিশ্লেষণ করলে পাই — ~~ক) বিবেচ~~

ক) বিবেচনা — দেশের নিষ্প্রাণ, সংস্কারবদ্ধ জীবনযাপন যা স্থবির, সৃষ্টি ও গতিহীন। গতানুগতিক, রক্ষণশীল মনোভাব স্বচ্ছতা, সমাজ ও জীবনের গতিরোধ করে। যা কাম্য নয়, ধ্বংসেরই দ্যোতক

খ) অবিবেচনা — দেশের নিষ্প্রাণ, সংস্কারবদ্ধ জীবন থেকে মুক্তি। যৌবনধর্মের জয়গান, প্রাণের মধ্যে গানের প্রকাশ, গতির মধ্যে জীবনের আবেগ যা সৃষ্টির আকর ভূমি। যা সমাজে, জীবনে কাম্য। গতানুগতিকতা নেই, নেই রক্ষণশীলতা। প্রকৃতপক্ষে এই অসাধ্য সাধনের দুর্লভ অভিজ্ঞান।

— অর্থাৎ প্রাণহীন শ্রদ্ধাগতিহীন সংস্কার বাদ্ধজীবনকে ব্যঙ্গ বিদ্রুপ করে প্রাণ ও গতিমান জীবনে উত্তরণের সুর ধ্বনিত হয়েছে এই প্রবন্ধে।

রবীন্দ্রনাথের পাশ্চাত্য ভ্রমণের সময় পাশ্চাত্যবাসীদের নবজীবনের প্রবাহ, কর্মের প্রতিনিষ্ঠা — এই সব কিছুই রবীন্দ্রনাথের চিন্তায় ও চেতনায় একআলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। ভারতবাসীর প্রতি পাশ্চাত্য রাষ্ট্রশক্তির নির্মম আচরণে তিনি অসন্তুষ্ট হলেও, এর বিরুদ্ধে দীর্ঘ প্রতিবাদ যে ভারতবাসীরা সহে চলতে পারেনি তাই তিনি বলেছেন : —

> "সমাজের মধ্যে যে চলার বেগ আসিয়াছিল, সেটা কাটিয়া দিয়া আবার নাকার-বাধি বোলচে বেড়া বাঁধিবার দিন এসেছে আসিয়াছে।"

— এজন্য রবীন্দ্রনাথ দাবী করেছেন ভারতবাসীর অনিচ্ছা ও অ তাদিগের অভাবকে কারণ —

৮০ ...

"এখানে স্থিতি আপনি রীতিকে বরণ করিয়াছেন।"

"আচারের শাস্ত্র বিচারে কোনো প্রয়োজনই মানে না।"

যা এতদিন চলছে তাই চলার শাস্ত্র, সবার শাস্ত্র যথেষ্ট। নতুন করে কিছু তৈরি করার নেই, আর এই শাস্ত্রের কার্যপ্রণালীকে 'শ্মশানের উপাসক' বলতে ভারতবাসী পিছপা হয়নি। আবার সনাতন পন্থী, রক্ষণশীল প্রবীণের দল অভ্যস্ততার খাঁচায় নিজেকে বন্দী করে ভাবেন এই জায়গায় সবচেয়ে নিরাপদ আশ্রয়। কিন্তু শাস্ত্রেরা নিজেদের স্বরূপ নিজেরাই চিনতে পারে তাই স্তাবকের দল তাদের বোঝায় —

"হুজুর আপনি যে সনাতন তাকিয়া
ঠেসান দিয়ে বসিয়া আছেন ইহার
সেলাই ছুপ জায়গায় অনুকূল প্রতিকূল
অতএব বংশের গৌরব যদি রাখিতে
চান তো নড়িবেন না।"

স্তাবকের এই উপদেশ যে রবীন্দ্রনাথ মানসিকভাবে মেনে নিতে পারেননি তার পরিচয় পাই 'সুদূরের অভিযান' কবিতাটিতে —

"কাছের পানে তাকায় না যে কেউ,
দেখে না যে বান ডেকেছে
জোয়ার — জলে উঠছে প্রবল ঢেউ,
. . . .
. . . .
তাতে অচল আসনখানা মেলি।"

— এই অচল আসনখানা যে গতিহীন জীবনের প্রকাশ তা স্পষ্ট। কিন্তু পৃথিবীর ইতিহাসে প্রমাণ আছে ভারতবর্ষে — "পণ্য ও চিত্ত বিনিময় চলিত"। কিন্তু আজ তার গতিরোধ। তাই তো রবীন্দ্রনাথের চেতনা —

"শুমারের জন্ম হইতে কোমল কারিয়া,
নতুন প্রাণের নিশানা হইতে বাঁচিবার।"

রবীন্দ্রনাথের মতে মৃত্যু হলো প্রানের খেলা এই। যেখানে আগে প্রান তার পরে মৃত্যু। আবার প্রসঙ্গতই বলেছেন পৃথিবীর সমস্ত বড়ো বড়ো সভ্যতায় দুঃসাহসের সৃষ্টি। কিন্তু শক্তির দুঃসাহস, বুদ্ধির দুঃসাহস, আকাঙ্খার দুঃসাহস। নবীনরাই অবুঝ তারুণ্যেরাও প্রানের উন্মাদনায় বিপদের সম্মুখীন হয় এবং প্রানের ঐশ্বর্যকে অন্বেষণ করে। কারন এরা অবিবেচক, ক্লান্তিহীন, ভয়হীন —

> "ইহারাই দুঃখ পায়, দুঃখ দেয়, মানুষকে অস্থির করিয়া তোলে এবং মারিবার বেলায় সকলে ইহারাই মরে, বাঁচিবার পথ ইহারাই খালি করিয়া দেয়।"

তাই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন লক্ষ্মীছাড়া অবিবেচনা প্রসূত কর্মে যারা লিপ্ত, চঞ্চলা লক্ষ্মী তাদের কাছেই ধরা দেন। যা আছে এরা তাকেই চুকাতে বলে মানে না। প্রান চঞ্চলতা এদের সর্বদাই তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়। অন্যদিকে যারা প্রবীন তারা প্রানের লীলাকে মেনে নিতে অক্ষম। এরা প্রানিকে 'কলের পুতুল' — এ পরিণত করে, অসাধ্য প্রকাণ্ড পুতুল বাজির কারখানা খুলে বসে। —

> "আক্ষেপ করিয়া বলেন, আমাদের প্রাণদেহ মানা আছে বলিয়াই আমরা পৌরুষ দেখাইতে পারি না। অথচ সমাজের বোঝা তুলিয়া তাহাকে আরও মোটা মাত্রায় বাঁধন বাঁধিয়া মানার প্রকাণ্ড ঘানিতে জুড়িয়া একই লোকাগ্র ঘোর ঘুরাইবার সবচেয়ে বড়ো ওস্তাদ ইহারাই।"

তবে রবীন্দ্রনাথ এই প্রকার যাচ্ছে ঘোষণা করেছেন চলার পদ্ধতিতে অবিবেচনার বেগে প্রয়োজন আছে, বিবেচনার সংযমও আবশ্যক। অনুবিবেচনায় বোঝাখানা কারবো আবার বিবেচনার কারও অবিবেচনায় দেবনা — এ বিধান কেবল অনন্ত কাল চলতে পারেনা।

প্রবন্ধের শেষে প্রাবন্ধিক এ প্রবন্ধের সমাধানে স্পষ্ট উল্লেখ করেছেন —

Scanned with CamScanner

"যে পথে চলা যেত বন্ধ সে পথে ঘাস জন্মায়, এবং ঘাসের মধ্যে নানা রঙের ফুলও ফোটে। সে ঘাস, সে ফুল সুন্দর, একথা কেহই অস্বীকার করিবে না; কিন্তু পথের সৌন্দর্য ঘাসেও নাই; ফুলেও নাই, তাহা বাধাহীন, বিচ্ছেদহীন বিস্তারে; তাহা ভ্রমর-গুঞ্জনে নাই কিন্তু পথিক দলের অক্লান্ত পদধ্বনিতেই রমণীয়।"

আর এইভাবেই ঘোষিত হবে তারুণ্যের তথা যৌবনের বার্তা —

"চির যুবা তুই যে চিরজীবী
জীর্ণ জরা ঝরিয়ে দিয়ে
প্রাণ অফুরান ছড়িয়ে দেদার দিবি।"

রবীন্দ্রনাথ 'রসবোদ্ধা' ও 'রূপরসিক' প্রকাশের একনিষ্ঠ সাধক। বিষয়বৈচিত্র্যের সঙ্গে ভাব-ভাষার মেলবন্ধন, ভাষার লালিত্য, আলংকারিক সৌন্দর্য এবং সর্বোপরি ব্যঙ্গের আড়ালে লেখকের গভীর মর্মবেদনার সুর প্রবন্ধকে আন্তরিক ও আত্মপ্রত্যয়ের সুগভীর দ্যুতিতে সুমণ্ডিত করেছে। এই মতেরই সহমত পোষণ করেছেন অতুল চন্দ্রগুপ্ত। যার উক্তিতে এই আলোচনায় আমরা ইতি টানব —

"রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ মহাকবির হাতের প্রবন্ধ . . . . এরকম প্রবন্ধ বাংলা প্রবন্ধে নাই পৃথিবীর সাহিত্যে দুর্লভ, এ বস্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন বস্তু।"

Scanned with CamScanner